HISTORY OF BENGALI LITERATURE

AHBNG-302C-6

3RD SEMESTER

বাংলা গদ্যের উন্নতিতে বিদ্যাসাগরের অবদান

BY

DR. PRANAB KUMAR MAHATO

ASSISTANT PROFESSOR

DEPARTMENT OF BENGALI

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

বাংলা গদ্যের উন্নতিতে বিদ্যাসাগরের অবদান

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির কান্তি অম্লান কিরণে" ---মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল, সেই সূতিকাগার থেকে তাকে তুলে এনে সযত্নে পালিত যারা করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম । অন্যতম শুধু নন, তাকে বলা যায় আধুনিক বাংলা গদ্যের যথার্থ জনক। হয়তো কখনো কখনো বাংলা গদ্যে তার দানের মূল্যায়নে কিছু কিছু অতিশয়োক্তি ঘটেছে, কিন্তু তার প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে কোন সংশয় কোন বিতর্ক আসেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "যে বাংলা গদ্যের তিনি প্রথম যথার্থ শিল্পী। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয়েছিলো। কিন্তু তিনিই বাংলা গদ্যে প্রথম কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।" বাংলা গদ্যের উন্নতিতে তার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্তির সঙ্গে স্মরণীয় ও আলোচ্য।

প্রেক্ষাপট

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-'৯১) বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী কেন তা আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বলতে হয় তার ব্যক্তিত্বের কথা। কেননা তাঁর গদ্য 'ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত বাংলা গদ্য।' বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে আর্টিস্টিক করে তুলেছিলেন একথা বলার সঙ্গে বুঝে নিতে হয় কি ছিল সেই আর্টিস্টের মনোভাব। শিল্পী প্রাণকে যদি না জানা যায় তবে তার শিল্পকে বোঝা যায় না । অনাহার, অনটন ছিল তার নিত্যসঙ্গী। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে দুর্বার লড়াই করে সেই মানুষটিকে উঠে আসতে হয়েছিল। দারিদ্র দুঃখের আঘাত তার মনে কোন নেতিবাদ সৃষ্টি করেনি। দুঃখের পীড়নকে সহজভাবে নিয়ে দুঃখকে অতিক্রম করার সাধনা তিনি করেছিলেন। লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -" অজেয় পুরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব ।" তাঁর সৃষ্টিতে গদ্যের ভাষায় জ্ঞানের সঙ্গে সেই বোধ এবং আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটে ছিল । তাঁর গদ্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিত্ব এবং অনুভূতিই ছিল প্রাণ। যে কোন সৃষ্টি মাত্রই বেদনার গভীর উৎস থেকে উঠে আসে। বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর ছাত্রে ছাত্রে ভাষা আলোচনা করলে জীবন মন্থন জাত সেই বেদনানুভূতিকে উপলব্ধি করতে হয়। আর এটিকেই বলা যেতে পারে তার গদ্যভাষার প্রাণ ।

গদ্য রচনাবলী

সেই প্রাণের উপর যে প্রতিমা তিনি নির্মাণ করেছিলেন তা এইগুলি - ১)বেতাল পঞ্চবিংশতি ২) শকুন্তলা ৩)জীবনচরিত ৪)বোধোদয় ৫) সীতার বনবাস ৬)প্রভাবতী সম্ভাষণ ৭)আখ্যানমঞ্জরী ৮)বাংলার ইতিহাস ৯)ভ্রান্তি বিলাস ১০)চরিতাবলী ১১)বর্ণপরিচয় ১২)কথামালা। এছাড়া তিনি রচনা করেছেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, মহাভারতের উপক্রমণিকা অনুবাদ করেছেন। বেনামে রচনা করেছেন ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা, অতি অল্প হইল। বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা বাসুদেবচরিত কিন্তু তা অপ্রকাশিত। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। বিদ্যাসাগরের একমাত্র মৌলিক রচনা হচ্ছে একটি শোককাব্য ' প্রভাবতী সম্ভাষণ'। তাঁর অধিকাংশ রচনাই অনুবাদ ।

বাংলা গদ্যের উন্নতিতে বিদ্যাসাগরের অবদান

আমরা বাংলা গদ্যের উন্নতিতে বিদ্যাসাগরের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও অনুবাদগুলি লক্ষ্য করতে পারি ।

প্রথমত

গদ্যের শিল্পরূপের পূর্ণবিকাশ ঘটলো বিদ্যাসাগরের রচনায়। বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষাতে গদ্যের যে একটা শক্তি আছে তা বোঝা গেল । এই গ্রন্থেই বাংলা গদ্যের প্রথম শৈল্পিকরীতি শুদ্ধ এবং শৃঙ্খলিত রূপ প্রকাশ পেল। প্রতিটি বাক্য হলো- আদি-অন্ত অন্বিত, সুগঠিত এবং পূর্ণাঙ্গ। ভাষার মধ্যে এল শালীন বাচনভঙ্গি - "বারাণসী নগরীতে প্রতাপ মুকুট নামে এক প্রবল প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল।"

দ্বিতীয়ত

বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে ছেদ চিহ্ন এর ব্যবহার আনলেন।প্রতিটি বাক্যকে ছেদ চিহ্ন-এর দ্বারা পরস্পর পৃথক করে অর্থযুক্ত ও শ্রুতিমধুর করে তুললেন। উপরের উদ্ধৃতিটি তার প্রমাণ।

তৃতীয়ত

বিদ্যাসাগরই দেখালেন পদ্যের মতো গদ্যেরও ছন্দ আছে। শব্দগুলি পারস্পরিক জুড়ে গিয়ে ছন্দের যে ঝংকার তোলে তা তিনিই প্রথম প্রতিপন্ন করলেন।

চতুর্থত

দ্বিতীয় গ্রন্থ শকুন্তলাতে ব্যবহার করলেন 'কমা' চিহ্নের । এর ফলে গদ্য অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছেও সুখপাঠ্য হলো । যেমন- " কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিপূর্ণ জল কমুণ্ডল হস্তে লইয়া, গৌতমীলতা মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন,--- এখন কেমন আছে ,কিছু উপশম হয়েছে।" শকুন্তলার এই গভীর ছন্দময় ভাষার সঙ্গে কেবল রবীন্দ্রনাথের গদ্যের তুলনা চলে। কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য থেকে বাংলায় এটিকে তিনি অনুবাদ করেছিলেন।

পঞ্চমত

বিদ্যাসাগর বিষয় ও ভাব অনুযায়ী গদ্য রচনার পক্ষপাতী ছিলেন । এ কারণে বিদ্যাসাগরের গদ্য ইংরেজি অনুসারী নয়।

ষষ্ঠত

বিদ্যাসাগরকে কেন আমরা বাংলা গদ্যের আদি রূপকার রূপে চিহ্নিত করব তা তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় - "এই সেই জন্মস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গ বিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে।"

সপ্তমত

তার প্রত্যেক অনুবাদ গ্রন্থে মূল বিষয়ের যথাযথ অনুসরণ থাকলেও নিজস্বতা লক্ষ্য করা গেছে । যেমন - শকুন্তলা তেমনি ভবভূতির উত্তররামচরিত থেকে সীতার বনবাস। শেক্সপিয়ারের 'কমেডি অফ এররস' থেকে ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি সকল গ্রন্থে বাঙালি জীবনের পরিবেশটিকে তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যে কারণে তাঁর গদ্য শুধু বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করেনি, শব্দের সংযোগে হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাধর্মী।

অষ্টমত

তাঁর ভাষায় ব্যাকরণের সুষ্ঠু রূপ লক্ষ্য করা গেল। প্রবেশিয়া, জিজ্ঞাসিয়া ইত্যাদি নামধাতুর তিনি ব্যবহার করলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য জানিয়েছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ভাষায় যে স্টাইল তা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নয় , সে সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সাধারণ কথোপকথনে যে চলিত ভাষার ব্যবহার করত তাই ছিল বিদ্যাসাগরের রচনার কাঠামো।

নবমত

তাঁর মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে যা লক্ষ্য করা যায় তা ভাষার কৌতুকের দিক। তাঁর দুঃখদায়ী জীবন সেখানে প্রতিফলিত হয়েছিল অন্যভাবে । অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস ইত্যাদি বেনামী রচনায় তাঁর ভাষা এক দারুণ চটুল রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ড. ভূদেব চৌধুরী তাঁর সাহিত্য 'সাহিত্যের ইতিকথা' গ্রন্থে জানিয়েছেন – "তাঁর যে ভাষা জীবন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম ভাষা ছিল না, প্রচলিত কথ্য কাঠামোর উপরেই সে ভাষা গড়ে উঠেছিল।"

দশমত

যদিও বিরাম চিহ্নের উদ্ভাবকের ভূমিকা নিয়ে সুক্ষ্ম কিছু প্রশ্ন আছে । ডঃ শিশির কুমার দাস বিশ্বভারতী পত্রিকায় এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । ড. সুকুমার সেন লিখেছেন যে , 'অক্ষয় কুমার দত্তই প্রথম নিয়মিতভাবে ছেদ চিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন। তবু বাংলা গদ্যের বিকাশে ও প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের অবদান যে সর্বাগ্রে তা প্রশ্নাতীত । ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছিলেন যে বিদ্যাসাগরের এই অসাধারণ দক্ষতার জন্যই "শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।"

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের প্রকৃত জনক। অর্থাৎ বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক ও শিল্পমন্ডিত রূপটি যে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে প্রকাশিত হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য - "বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ত্ব দেশের লোক যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

ধন্যবাদ